মুক্তি যুদ্ধে মেজর হায়দার এবং তার বিয়োগান্ত বিদায়

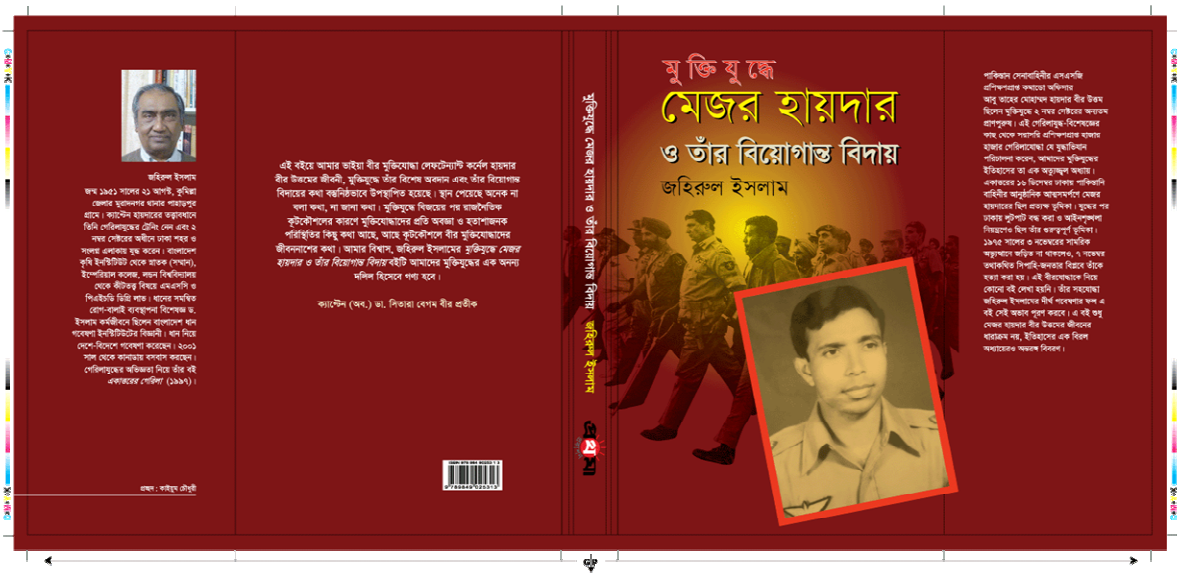

মার্চ ১৯৭১, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট। তৎকালীন ক্যাপ্টেন "হায়দার ছিলেন থ্রি কমান্ডো ব্যাটালিয়নের অফিসার। সামগ্রিক পরিস্থিতী আঁচ করতে পেরে ক্যাপ্টেন হায়দার পাকিস্তানীদের হাতে বন্দি হওয়ার আগেই কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আসেন। ওই ব্যাটালিয়নে আরেকজন বাঙ্গালি অফিসার ছিল। অন্য বাঙ্গালি অফিসারটি পাকিস্তানীদের প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ক্যান্টনমেন্টেই থেকে যায়। পরর্বতীকালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতায় বেশ দক্ষতার পরিচয় দেয় এই অফিসারটি। পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দখল করতে সয়াহতা করে সে। আফিসারটি এ সময় মেজর জিয়ার সেনাদলের সাথে সংঘর্ষে আহত হয়। এই ঘটনার পরপরই সে পাকিস্তানে পোস্টিং নিয়ে চলে যায়। অবাক করার মত ঘটনা, জিয়া-পত্নীর শাসনকালে এই অফিসারটি তার মন্ত্রী সভায় (বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী মেজর মান্নান (অবঃ) জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছিল!"

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসর্মপনের উদ্দ্যেশে রেসর্কোস ময়দানে সমবেত হয়েছে পরাজিত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। ভারতীয় লেঃ জেনারেল জাগজিত সিং অরোরা আর পাকিস্তানী লেঃ জেনারেল নিয়াজী, পাশে মুক্তিবাহিনীর এক তরুন অফিসার, একই সাথে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন আত্মসর্মপনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটির দিকে। সেই তরুন অফিসারটির কাঁধে ঝোঁলানো অটোমেটিক অস্ত্র, মনে হচ্ছে যে কোন বৈরী পরিস্থিতীর জন্য সে তৈরী। সেই তরুন অফিসারটি আর কেউ নয়, ঢাকা শহরে বব্বর পাকিস্তানী বাহিনীর ত্রাস, ত্রাক প্লাটুনের সংগঠক, মেজর এ, টি, এম হায়দার, বীর উত্তম।

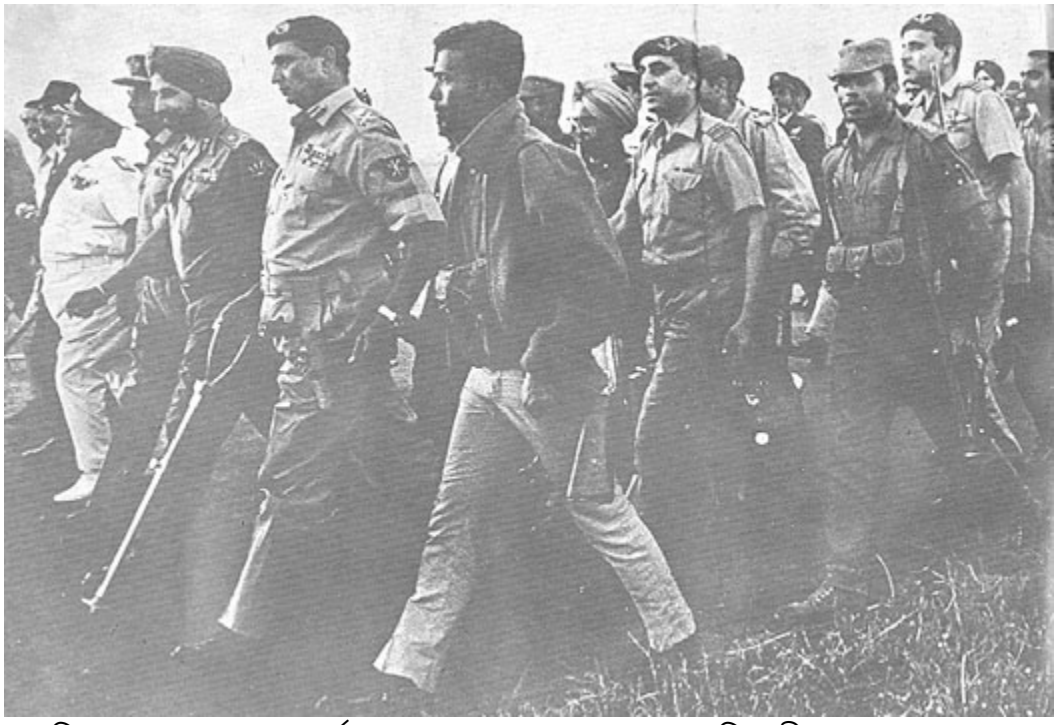

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, রেসর্কোস ময়দান। মেজর হায়দার, জে় নিয়াজী ও জে় অরোরা।

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১। বিজয় দিবসের কিছু দিন পর থেকেই জহির ভাইয়ের ভাষায়, বঙ্গবন্ধুর অর্বতমানে "অবস্থা ক্রমেই টেন্স হয়ে উঠে। ভারতীয় বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা দলগুলিকে অস্ত্রহীন করতে পারে এরকম সংশয় দেখা দিল। ভাল ভাল অস্ত্রগুলি কোথাও লুকিয়ে রাখতে মেজর হায়দার আমাদের পরার্মশ দিলেন। পরার্মশ অনুযায়ী কিছু অস্ত্র-শস্ত্র বিভিন্ন স্থানে লুকালাম। পরিস্থিতির এতই অবনতি হল যে এক রাতে মেজর হায়দার রাত্রি যাপনের জন্য আমাদের ক্যম্পে এলেন। (বলা বাহুল্য বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলে রাতারাতি পরিস্থিতির উন্নতি হয়)"। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে মেজর হায়দার, ক্যাপ্টেন থেকে মেজর পদে প্রমোশন পান।

ঢাকা, ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে তথাকথিত সিপাবী বিপ্লবের নামে হঠকারিতার ফলে, খালেদ মোশাররফ আর শাফায়াত জামিলের বহুল আলোচিত 'চেইন অফ কমান্ড প্রতিষ্ঠার' অভিযান বা ৩রা নভেম্বরের পালটা অভ্যূথ্যান ব্যর্থ হয়ে যায়। এই দিন সকালে শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত ১০ম বেঙ্গলের লাইনে, ২য় ফিল্ড আর্টিলারির উচ্ছৃংখল সৈনিকদের হাতে, ততকালীন লেঃ কর্নেল হায়দার, বীর উত্তম এবং মুক্তিযুদ্ধের দুই সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম ও কর্নেল হুদা, বীর উত্তম; র্নিমম ভাবে নিহত হন! আজও পর্য়ন্ত এই হত্যাকান্ডের কোন বিচার হয় নাই!

লেঃ কর্নেল হায়দার, বীর উত্তম এবং ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, বীর প্রতীক হচ্ছেন আপন ভাই-বোন। এই দুই ভাই-বোন'ই হচ্ছে, আমাদের **মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সাহসিকতার জন্য ভাইবোনের পদকপ্রাপ্তির একমাত্র উদাহরন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এই অসমান্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা সংগঠক, যিনি ৭১ সালে জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং পরর্বতীতে ভারতীয় সেনাদের বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাদের বিরূদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তারই কপালে কিনা জুটল, ভারতীয় দালালের কালিমা!** এই চরম মিথ্যাচার ও অপবাদ সহ্য করতে না পেরে, ৭৫ এর পর থেকে ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, বীর প্রতীক স্বেচ্ছানির্বাসনে প্রবাসে আছেন।

দুখঃজনক দিক হচ্ছে, **মুক্তিযুদ্ধের এই তিন বীর সেনানী'কে কাপুরুষের মত হত্যা করেই হত্যাকারীরা ক্ষ্যান্ত হয় নাই, এই ঘৃন্য হত্যাকান্ডকে 'জায়েজ' করার জন্য, তিন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতীয় দালাল বলে অপপ্রচার করা হয় এবং তারচেয়েও দুখঃজনক হচ্ছে এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে, এই বীরের হাজার হাজার সহযোদ্ধার এত বছরের অসহনীয় নীরবতা!**

টরেন্টো প্রবাসী কৃষিবিদ এবং মুক্তিযোদ্ধা লেখক জহিরুল ইসলাম এককভাবে এগিয়ে এসেছেন এই জঘন্য মিথ্যা অপপ্রচারের বিরূদ্ধে। বেশ কয়েক বছর আগে আমরা 'একাত্তুরের গেরিলা' গ্রন্থেই আমরা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল ইসলামের কাছ থেকে এই অসামান্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা সংগঠক এবং তার অবদান সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানতে পারি। 'একাত্তুরের গেরিলা' বইয়ের লেখক মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল ইসলাম, এই অসাধারন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ৭১ সালে নিকট থেকে দেখেছেন। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা হায়দার'এর জীবনের উপর তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ চেষ্টা করেছেন গত কয়েক বছর ধরে; যা তার সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ '**মুক্তি যুদ্ধে মেজর হায়দার এবং তার বিয়োগান্ত বিদায়**' এ বস্তুনিষ্ঠ ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আসুন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরূদ্ধে এই ধরনের সব মিথ্যা অপবাদের বিরূদ্ধে সক্রিয় হই এবং এই গ্রন্থের প্রচার এবং প্রসারে সর্বাবাত্মক সহযোগিতা করি। আমরা সবাই আমাদের সাধ্যমত এই মহতী উদ্যোগে যোগ দেই। গ্রন্থটি ক্রয়ের মাধ্যমে উৎসাহিত করি, আরো এই ধরনের মহতী উদ্যোগ'কে।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনি ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ victory1971@gmail.com